ত্রিমোহনীতে উদ্বোধনী খেলায় কালিগঞ্জ জয়ী

ঝিনাইদহের সাগান্না ইউনিয়নের ‘উত্তর নারায়ণপুর লায়ন্স ক্লাব’ এর আয়োজন ত্রিমোহনী ফুটবল লীগের শুভ উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধনী খেলায় কালিগঞ্জ হেলাই একাদশ হরিনাকুণ্ডু একাদশের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় লাভ করেছে।

গতকাল বিকাল ৩ টায় ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোঃ আলাউদ্দিন আল মামুন তার বক্তব্যের মাধ্যমে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন, ৩ নং সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুন্সী মোঃ শাহীন রেজা সাঈদ, আওয়ামী লীগ নেতা ইউনুচ আলী ইনু।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিমোহনী মিল মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আকতার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আরশাদ আলী, হুশিয়ার রহমান, সাগান্না ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ নাজমুল হক তুর্পি, আঃ রশিদ, ফজলুল করিম, আমজাদ হোসেন, ফারুক সরকার।

ত্রিমোহনী ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলা আগামী ১৪-১১-২০২০ রোজ শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত খেলায় কোটচাঁদপুর একাদশের বিপক্ষে লড়বে ঝিনাইদহ বি(ভাটই) একাদশ। লায়ন্স ক্লাবের কর্ণধার মোঃ বকুল হোসেন ও হাবিব মিয়া ফুটবল লীগের দ্বিতীয় খেলায় সকলকে আমন্ত্রণ জানান।

অভিষেক সিরিজেই সেরা পাক

কিংবদন্তি কাদিরপুত্র উসমান

জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাম লিখিয়েছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি লেগস্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে উসমান কাদির। নিজের অভিষেক সিরিজেই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন উসমান।

টানা তিন ম্যাচ জিতে প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করতে অবদান রাখায় জিতেছেন সিরিজসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

মঙ্গলবার জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটি শেষ হয়েছে। শেষ ম্যাচে ৮ উইকেটের সহজ জয়ে সফরকারীদের হোয়াইটওয়াশ করে দিয়েছে স্বাগতিক পাকিস্তান।
তৃতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে নামা এ লেগস্পিনার নিজের ৪ ওভারের স্পেলে খরচ করেছেন মাত্র ১৩ রান, সাজঘরে পাঠিয়েছেন চার ব্যাটসম্যানকে। তার মায়াবি স্পিনের বিপরীতে জবাব খুঁজে পাননি চামু চিবাবা, ওয়েসলে মাধভের, মিল্টন শুমা ও এল্টন চিগুম্বুরারা। এমন বোলিংয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন উসমান।

তবে সিরিজসেরার পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে প্রথম দুই ম্যাচের পারফরম্যান্সও। গত ৭ নভেম্বর নিজের অভিষেক ম্যাচে তেমন সুবিধা করতে পারেননি উসমান। তাকে দিয়ে পুরো ৪ ওভারই করাননি অধিনায়ক বাবর আজম। খানিক খরুচে বোলিংয়ে ৩ ওভারে ২৪ রান খরচায় নেন শন উইলিয়ামসের উইকেট।

প্রথম ম্যাচে ঠিক প্রত্যাশামাফিক বোলিং করতে না পারলেও, দ্বিতীয়টিতেই ঘুরে দাঁড়ান উসমান। এবার হয়ে যান দলের সেরা বোলার, ৪ ওভারের স্পেলেন খরচ করেন মাত্র ২৩ রান, সাজঘরে পাঠান ওয়েসলে মাধভের, সিকান্দার রাজা ও এল্টন চিগুম্বুরাকে। তবে এ ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন হায়দার আলি।

ধারাবাহিক উন্নতির অংশ হিসেবেই শেষ ম্যাচে নিজের প্রথম দুই ম্যাচকেই ছাড়িয়ে গেছেন উসমান। তৃতীয় ম্যাচটিতে ১৩ রানে ৪ উইকেটসহ পুরো সিরিজে তিন ম্যাচে মাত্র ৫.৪৫ ইকোনমি রেটে ৮ উইকেট শিকার করেছেন তিনি, গড় মাত্র ৭.৫০। যা তাকে এনে দিয়েছে সিরিজসেরা খেলোয়াড় হওয়ার সম্মান।

বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দীর্ঘদিন পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সার্ভিস দেবেন, এমনটাই প্রত্যাশা কিংবদন্তি লেগস্পিনার আব্দুল কাদিরের ছেলে উসমান কাদিরের ওপর।

এবারের সেরা আইপিএল একাদশ

দুবাইয়ে আইপিএল ফইনালে পাঁচ উইকেটে দিল্লিকে হারিয়ে পঞ্চমবার আইপিএল খেতাব জিতে নিয়েছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। মরুদেশে আইপিএল যেমন সামনে এসেছে অনেক নতুন তারকা, তেমনই অনেকে সুবিচার করতে ব্যর্থ তাঁদের নামের। কিন্তু সেরাদের লড়াইয়ে তাঁরাই থাকেন যারা টুর্নামেন্টে ধারাবাহিক ভাবে নিজেদের সাফল্য ধরে রাখেন। কারা রইলেন সেই তালিকায়? দেখে নিন আমাদের বেছে নেওয়া আইপিএল ২০২০-র সেরা একাদশ।

শিখর ধাওয়ান: পর পর দুই ম্যাচে শতরান করে এ বারের আইপিএলে নতুন রেকর্ড গড়েছেন শিখর। ১৭ ম্যাচে ৬১৮ রান করে দিল্লির তরুণ ব্রিগেডকে পথ দেখিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। এই দলের ওপেনার তিনিই।

ডেভিড ওয়ার্নার: হায়দরাবাদ দলকে যে ভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি, তাতে এই দলেও তাঁকেই বেছে নেওয়া হল অধিনায়ক হিসেবে। ১৬ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৫৪৮ রান। শিখরের সঙ্গে তাঁর ব্যাট চলতে শুরু করলে প্রতিপক্ষের বিপদ শুধু সময়ের অপেক্ষা।
লোকেশ রাহুল: কমলা টুপির মালিক ওপেনার হিসেবে আইপিএলে খেললেও এই দলে তাঁকে তিন নম্বরে আসতে হবে। তাঁর মতো পারদর্শী ব্যাটসম্যান যে কোনও জায়গাতেই প্রতিপক্ষের ত্রাস। ১৬ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৬৭০ রান, গড় ৫৫.৮৩। এই দলের উইকেট রক্ষার দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই।

ঈশান কিশান: তরুণ এই ব্যাটসম্যান এ বারের আইপিএলের অন্যতম আবিষ্কার। ১৪ ম্যাচে ৫১৬ রান করে তিনি যে শুধু দলের সর্বাধিক রান করেছেন তা-ই নয়, দলের বিপদে ওপেনার হিসেবে নেমেও ভরসা জুগিয়েছেন। অনেক বেশি পরিণত ঈশানকে চেনালো এ বারের টুর্নামেন্ট।

সূর্যকুমার যাদব: ১৬ ম্যাচে ৪৮০ রান করে মুাম্বই দলের প্রাণ

ভ্রমরা তিনি। শুরুর দিকে নামলেও ম্যাচ শেষ করে আসাই তাঁর লক্ষ্য থাকে। ৪০ গড় বুঝিয়ে দেয় প্রতি ম্যাচে তিনি কতটা নিয়মিত রান করে গিয়েছেন এই টুর্নামেন্টে। ভারতীয় দলে জায়গা না পেলেও ৩০ পেরনো এই মুম্বাইকর কিন্তু দিনে দিনে রান মেশিন হয়ে উঠছেন।

কায়রন পোলার্ড: মুম্বাই দলের এই অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে করেছেন ২৬৮ রান। স্ট্রাইক রেট ১৯১.৪২। এ বারের আইপিএলে সর্বাধিক স্ট্রাইক রেট তাঁরই। বল হাতেও নিয়েছেন ৪টি উইকেট। ফিনিশার হিসেবে এই দলে জায়গা করে নেবেন তিনিই।

হার্দিক পান্ডিয়া: ১৭৮.৯৮ স্ট্রাইক রেট রেখে করেছেন ২৮১ রান হার্দিক। পোলার্ডের পাশে তিনিও ফিনিশার হিসেবে নজর কেড়েছেন বার বার।

যুজবেন্দ্র চহাল: পেসারদের ভিড়ে তিনি যেন এক ব্যতিক্রমই স্পিনার এ বারের আইপিএলে। ১৫ ম্যাচে ২১ উইকেট নিয়ে এক সময় চলে এসেছিলেন বেগুনি টুপির দৌড়ে। ব্যাঙ্গালোর আরও দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে তিনিও বেগুনি টুপির লড়াইয়ে থাকতেন তা বলাই বাহুল্য।

জোফ্রা আর্চার: তাঁর আগুনে পেস সামলাতে হিমশিম খেয়েছে প্রায় সব দলই। রাজস্থান দলের বোলিং বিভাগকে একার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। ১৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২০ উইকেট। গেলের শতরান আটকে দেওয়া সেই ইয়র্কার বহু দিন চোখে ভাসবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

কাগিসো রাবাদা: এ বারের টুর্নামেন্টে পেসারদের যে জয়ধ্বজা উড়েছে তাঁর শীর্ষে রয়েছে তাঁরই নাম। বেগুনি টুপির মালিককে ছাড়া সেরা একাদশ অসম্ভব। নিয়েছেন ১৭ ম্যাচে ৩০ উইকেট। প্রতি ম্যাচে প্রায় নিয়ম করে উইকেট নিয়েছেন তিনি। শুরুতেই বিপক্ষের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছে তাঁর পেস।

যশপ্রীত বুমরাহ: শেষ দিন অবধি বেগুনি টুপির লড়াইয়ে ছিলেন তিনিও। বুমরা শেষ করলেন ১৫ ম্যাচে ২৭ উইকেট নিয়ে। শুধু উইকেট নেওয়া নয়, ডেথ ওভারে কৃপণ বোলিংও বিপক্ষের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় বার বার।

বরুণ চক্রবর্তী: সেরাদের দলে কলকাতার এক মাত্র সদস্য। প্রথম একাদশে জায়গা না হলেও দ্বাদশ ব্যক্তি হিসেবে সেরাদের দলে তিনি জায়গা করে নিতেই পারেন। ১৩ ম্যাচে ১৭ উইকেট নিয়ে ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চোটের জন্য শেষ মুহূর্তে বাদ পড়তে

হল তাঁকে।

সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা

করোনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাকিব অংশ নিবেন ফিটনেস টেস্টে

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বিশ্বসেরা অল-রাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এখন তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) কর্তৃক আয়োজিত কাল থেকে শুরু হওয়া ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নেবেন। তার করোনা রিপোর্ট নিশ্চিত করেছেন বিসিবির চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী।

আইসিসি কর্তৃক এক বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দিয়ে ক্রিকেটে ফিরবেন সাকিব। যা আগামী ২১ বা ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে।

আগামী ৯ ও ১০ নভেম্বর। সাকিবসহ ১১২ জন ক্রিকেটারের ফিটনেস পরীক্ষা হবে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ড্রাফটের তালিকায় থাকা বাধ্যতামূলক ক্রিকেটারদের ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। আগামী ১২ নভেম্বর টুর্নামেন্টের প্লেয়ার্স ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে। তবে সাকিবের ফিটনেস পরীক্ষা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় বিসিবি। তারপরও নিজেকে প্রমাণ করতে হলে সাকিবকে ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।

বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান বলেন, ‘আমি মনে করি না, ফিটনেস পরীক্ষা তার জন্য সমস্যার কিছু হবে। তবে ফিটনেসের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। সে স্ট্যান্ডার্ডে তো সবাইকে মেনে চলতে হবে। সাকিব বিদেশ থেকে এসেছে এবং এক বছর ধরে ক্রিকেটের বাইরে ছিল। আমরা বিশ্বাস করি, সে সময় পেলে নিজের ফিটনেসের উন্নতি করতে পারবে। তাই তাকে নিয়ে আমরা চিন্তিত নই।’ সূত্র: বাসস

স্পেন দলে ফাতির জায়গায় আসেনসিও

স্প্যানিশ লিগে শনিবার রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ৫-২ গোলে বার্সেলোনার জয়ের ম্যাচে বাঁ হাঁটুতে গুরুতর আঘাত পান তরুণ ফরোয়ার্ড আনসু ফাতি। ক্লাব এক বিবৃতি দিয়ে জানায়, ১৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের মেনিস্কাস ছিঁড়ে গেছে। তার সেরে ওঠার দিনক্ষণ না জানালেও ধারণা করা হচ্ছে অন্তত দুই মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে।

এদিকে, চোটের কারণে জাতীয় দল থেকে ছিটকে যাওয়া ফাতির বদলি নাম ঘোষণা করেছে স্পেন। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের জায়গায় ডাকা হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের মার্কো আসেনসিওকে। রবিবার স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সোমবার জাতীয় দলে রিপোর্ট করবেন আসেনসিও, রবিবার ভ্যালেন্সিয়ার মাঠে রিয়ালের লা লিগার ম্যাচ শেষ হওয়ার পর।

ঝিনাইদহে পুলিশ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশীপ বিভাগীয় টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ ভলিবল চ্যাম্পিয়নশীপ খুলনা বিভাগীয় টুর্নামেন্ট। গতকাল রবিবার সকালে পুলিশ লাইন্স মাঠে বেলুন উড়িয়ে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার সাইদ, অতিরিক্ত

পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার, সহকারি পুলিশ সুপার (শৈলকুপা সার্কেল) আরিফুল ইসলাম, সদর থানার ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ জেলা পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা ।

খুলনা বিভাগীয় এ টুর্নামেন্টে ১০ টি জেলার দল অংশগ্রহণ করবে। লীগ ভিত্তিক এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে বাগেরহাট, খুলনা আরআরএফ, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, ও সাতক্ষীরা জেলা দল প্রতিদ্বন্দীতা করে।

আগামী ১০ নভেম্বর এ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

গাংনীর রামনগরে যুবলীগের জিয়ার বল প্রদান

গাংনী উপজেলার ৪ নং বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের ফুটবল খেলোয়াড়দের মাঝে বামন্দী ই্উনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়ারুল হক একটি ফুটবল প্রদান করেছে।

গতকাল শনিবার বিকালে রামনগর ফুটবল মাঠে বল প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর ওয়ার্ডেও ইউপি সদস্য মোঃ হাবিল, সাবেক ইউপি সদস্য মোঃ পান্না, ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম এছাড়াও আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

ব্রাজিল দলে নেইমার, খেপেছে

পিএসজি

চোট পাওয়ায় মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন নেইমার জুনিয়র। কিন্তু বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে দক্ষিণ আমেরিকায় যাচ্ছেন এই পিএসজি ফরোয়ার্ড। কারণ দল থেকে তার নাম বাদ দেননি ব্রাজিল কোচ তিতে। কিন্তু বিষয়টি হজম করতে পারছে না পিএসজি।

নেইমারের নাম বাদ না দিলেও আগামী ১৩ ও ১৭ নভেম্বর যথাক্রমে ভেনেজুয়েলা ও উরুগুয়ের বিপক্ষে দুই ম্যাচের জন্য তার বিকল্প হিসেবে ডাকা হয়েছে ফ্ল্যামেঙ্গোর স্ট্রাইকার পেদ্রোকে। ব্রাজিল দলের চিকিৎসক ডা. রদ্রিগো লাসমার জানিয়েছেন, দলের সঙ্গে নেইমারকে রাখার কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় ম্যাচেই তাকে মাঠে নামানোর সম্ভাবনা আছে। দলের সঙ্গে থেকে এক সপ্তাহ অনুশীলন চালিয়ে যাবেন তিনি।

এদিকে নেইমারকে ব্রাজিলের স্কোয়াডে দেখে খেপেছেন পিএসজি কোচ টমাস টুখেল। রেনের বিপক্ষে চলতি সপ্তাহের শেষে খেলতে পারবেন না নেইমার। অথচ জাতীয় দলে ঠিকই রাখা হয়েছে তাকে। শুধু নেইমার কেন, আরেক ইনজুরি আক্রান্ত খেলোয়াড় কিলিয়ান এমবাপ্পেকেও লিগের পয়েন্ট টেবিলে তৃতীয় স্থানে থাকা রেনের বিপক্ষে পাবে না পিএসজি।

কিন্তু এই ফরাসি ফরোয়ার্ডকেও ফ্রান্সের জাতীয় দলে রাখা হয়েছে। দলের দুই মূল তারকা ছাড়াই খেলতে নেমে গত সপ্তাহে আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে হেরে গেছে পিএসজি। স্বাভাবিকভাবেই মেজাজ খারাপ ফরাসি জায়ান্টদের কোচ টুখেলের। এর মধ্যে আবার এই দুই খেলোয়াড়কে তাদের নিজ নিজ জাতীয় দলে ডাকায় রীতিমত খেপেছেন তিনি।

টুখেল জানেন খেলোয়াড়দের পক্ষে জাতীয় দলের ডাক উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে সেখানে তাদেরকে সাবধানতার সাথে রাখা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। টুখেল বলেন, ‘খেলোয়াড়দের ডেকে নেওয়া জাতীয় দলগুলোর অধিকারের মধ্যেই পড়ে। আমরা এখানে কিছুই করতে পারি না। কিন্তু যদি তারা ইনজুরিতে পড়ে এবং খেলতে না পারে, তাহলে আমি চাইব তারা না খেলুক। ‘

কোহলির নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন গম্ভীর

এলিমিনেটরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ৬ উইকেটে হেরে ২০২০ আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুর। অর্থাৎ আইপিএলে ফের বিরাট স্বপ্নভঙ। ১৩ বছরের ইতিহাসে এবারও ট্রফি জয়ের খরা কাটল না আরসিবি’র। টানা ৮ বছর নেতৃত্ব দিয়েও দলকে সাফল্য এনে দিতে পারলেন কোহলি। কেকেআর’র ট্রফি জয়ী সাবেক অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের মতে এবার নেতা বদলের সময় এসেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর জানান, ৮ বছর দীর্ঘ সময়। ৮ বছরে আরসিবি একবারও ট্রফি জিততে পারেনি। আমি বিরাট কোহলির বিরুদ্ধে নই। কিন্তু দলের ব্যর্থতার দায় নিতে হয় অধিনায়ককেই। সেই দায় নেওয়া উচিত কোহলিরও।

তিনি আরও বলেন, ধোনি, রোহিত, কোহলির কথা আমরা বলি। কিন্তু ধোনি তিনবার দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছে। রোহিত চারবার কাপ জিতেছে। এই কারণেই ওরা দীর্ঘ সময় ধরে একই দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অশ্বিনকে আবার দেখা যাক। দু’বার নেতৃত্বে সুযোগ পেয়েও কিছু করতে পারেনি। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোহিত ও যদি সাফল্য না দিতে পারত, আমি নিশ্চিত ওকেও বাদ দেওয়া হত।

আরসিবি।র পরাজয়ের দায়ভার কোহলিকেই নিতে হবে। এমনটাই মনে করছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, এই হারের দায় নিতে হবে। কোনও সাপোর্ট স্টাফ বা ম্যানেজমেন্ট নয়৷ দলের ব্যর্থতার দায় নিতে হয় একমাত্র নেতাকেই। সাফল্যের কৃতিত্ব যেমন ক্যাপ্টেনের, তেমনই ব্যর্থতার দায়ও তাঁকেই নিতে হবে। কোহলি অভিজ্ঞতা কম নয়। দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে কোনও দলকেই নেতৃত্ব দিতে পারে। কিন্তু ওকে রেজাল্ট দিতে হবে।

দিল্লির কাছে হারের পরেও প্লে-অফে যোগ্যতা অর্জন করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স। সেই সময় কোহলি জানিয়েছিলেন, ভালো ব্রান্ডের ক্রিকেট খেলার জন্যই তারা প্লে-অফে খেলার যোগ্য। কোহলির সেই

মন্তব্যের রেশ টেনে দু’বার আইপিএল ট্রফি জয়ী গম্ভীর বলেন, আরসিবি-র আসলে প্লে-অফে খেলার যোগ্যতাই ছিল না। শেষ চার-পাঁচ ম্যাচ দেখলেই বোঝা যাবে। লিগে শেষ চার ম্যাচ জিতে প্লে-অফে জায়গা করলেও আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল। তাই এলিমিনেটরেও এই হাল।

এলিমিনেটরে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দেবদূত পারিক্কলের সঙ্গে বিরাটের ওপেন করা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়। অ্যারন ফিঞ্চ খেলা সত্ত্বেও কোহলি ওপেন করে ব্যর্থ হন। মাত্র ৬ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। গম্ভীর এই হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলে বলেন, যদি ও সারা টুর্নামেন্ট জুড়েই ওপেন করত তাহলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বলার কিছু ছিল না। যদি বিরাট ওপেনই করতে চায়, তাহলে মিডল-অর্ডারে অন্য একজনকে প্রথম একাদশে রাখতে পারত। পরিকল্পনা অনুযায়ী নিলামে দল বাছা হয়৷ কিন্তু আরসিবি মানেই সেই বিরাট ও এবিডি।

লজ্জার রেকর্ড গড়লেন রোহিত শর্মা

চোট সারিয়ে চলতি আসরের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে কামব্যাক করলেও ব্যাট হাতে রান পাননি। সেই ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে ম্যাচে হারতেও হয়েছিল দলকে। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার (৫ নভেম্বর) প্রথম কোয়ালিফায়ারে দিল্লি ক্যাপটালসের বিরুদ্ধে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটে বড় রান দেখার অপেক্ষায় বসেছিলেন অনুরাগীরা। কিন্তু প্রথম কোয়ালিফায়ারেও অনুরাগীদের নিরাশ করলেন তিনি। কোয়ালিফায়ারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রানের খাতা না খুলেই প্যাভিলিয়নে ফিরলেন রোহিত।

আর শূন্য রানে ডাগ-আউটে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আইপিএলের ইতিহাসে একটি লজ্জার রেকর্ড গড়লেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক। এই নিয়ে ব্যাটসম্যান হিসেবে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হওয়ার নজির গড়লেন রোহিত। আর লজ্জার নজির গড়ার পথে আইপিএলের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক রোহিত বসে গেলেন হরভজন সিং এবং পার্থিব

প্যাটেলের সঙ্গে একাসনে। অর্থাৎ এর আগে আইপিএলে সর্বাধিক ১৩ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন পার্থিব এবং হরভজনও।

এদিন দুবাইয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ারে টস জিতে প্রথমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানান দিল্লি ক্যাপিটালস অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার। মুম্বাই ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই শ্রেয়স বল তুলে দেন ফিঙ্গার স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হাতে। দ্বিতীয় ওভারের তৃতীয় বলে গোল্ডেন ডাক হয়ে ডাগ-আউটে ফিরতে হয় রোহিতকে। লেগবিফোর উইকেট হয়ে ক্রিজ ছাড়েন মুম্বাই অধিনায়ক।

উল্লেখ্য, আইপিএলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রোহিতের প্লে-অফে পরিসংখ্যান মোটেই সুখের নয়। আইপিএল প্লে-অফে ১৯ ইনিংসে ১২.৭২ গড়ে রোহিতের সংগ্রহ ২২৯ রান। এদিন রোহিতের ইনিংস তার প্লে-অফে ব্যর্থতার নবতম সংযোজন।